আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৎকালীন আরবের ভৌগলিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা (العَرَبُ، الأَرْضُ وَالشَّعْبُ، الحُكْمُ وَالْاِقْتِصَادُ، الدِّيَانَةُ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

রাজনৈতিক অবস্থা (الحَالَةُ السِّيَاسِيَةُ):

আরব উপদ্বীপের গোত্রসমূহ এবং গোত্রপতিগণ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখন সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে আমাদের বিশ্বাস।

আরব উপদ্বীপের তিন দিকের সীমান্তবর্তী দেশসমূহের রাজনৈতিক অবস্থা দারুণ অস্থিতিশীল, বিশৃঙ্খল এবং পতনোন্মুখ ছিল। সমাজের মানবগোষ্ঠী হয় মনিব, নয়তো দাস, কিংবা হয় রাজা, নয়তো প্রজা, এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মনিব, রাজা, দলপতি, নরপতি যে উপাধিতেই ভূষিত থাকুন না কেন, সমাজ-জীবনের যাবতীয় কল্যাণ বা সুযোগ-সুবিধা নির্ধারিত থাকত তাদেরই জন্য বিশেষ করে বহিরাগত নেতাদের জন্য। অপরপক্ষে, দলপতি বা নরপতিগণের যাবতীয় আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির আয়োজন ও উপকরণাদির জন্য প্রাণপাত প্ররিশ্রম করতে হতো জনসাধারণ এবং দাসদাসীগণকে। আরও সহজ এবং সুস্পষ্টভাবে বললে বলা যেতে পারে যে, প্রজারা ছিল যেন শস্যক্ষেত্র স্বরূপ যেখান থেকে সংস্থান হতো রাষ্ট্রের যাবতীয় আয়-উপার্জনের। রাষ্ট্র নায়কগণ এ সকল উপার্জন তাঁদের ভোগ-বিলাস, কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ এবং অন্যান্য নানাবিধ দুষ্কর্মে ব্যবহার করতেন। সাধারণ মানুষের ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছার কোনই মূল্য থাকতনা। শত ধারায় বর্ষিত হতে থাকত তাঁদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের অগ্নিধারা। এক কথায়, স্বৈরাচারী শাসন বলতে যা বোঝায় তা চরমে পৌঁছেছিল সেই সব অঞ্চলে। কাজেই, অসহায় মানুষের মুখ বুজে সে সব সয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

সেসব অঞ্চলের আশপাশে বসবাসকারী গোত্রগুলোকেও মাঝে মাঝে এসব অনাচার উৎপীড়নের শিকার হতে হতো। উল্লেখিত স্বৈরাচারী দলপতিগণের ভোগলিপ্সা, স্বার্থান্ধতা এবং অর্থহীন অহংবোধের বিষ-বাষ্পে বিপর্যস্ত হয়ে তাঁদেরকে ছুটে বেড়াতে হতো দিগ্বিদিকে। এ দলপতিগণ তাঁদের হীন স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে আরও একটু অগ্রসর হয়ে কখনো ইরাকীদের হাতকে শক্তিশালী করত, কখনো বা তাল মিলিয়ে চলত শামবাসীদের সঙ্গে।

যে সকল গোত্র আরব ভুখন্ডের অভ্যন্তরভাগে বসবাস করত তাদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও নানাবিধ সমস্যা এবং বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করত। গোত্রে গোত্রে বিবাদ-বিসম্বাদ, বংশপরম্পরাগত শত্রুতা, ধর্মীয় মতবিরোধ, গোষ্ঠিগত বিদ্বেষ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে পরিবেশ থঅকত উত্তপ্ত। প্রত্যেক গোত্রের লোকজন সর্বাবস্থায় নিজ নিজ গোত্রের পক্ষে থাকত, তা সত্যের উপর বা বাতিলের উপর যা-ই হোক না কেন। প্রতিষ্ঠিত হোক তা যাচাই বাছাইর্য়ের কোন প্রশ্নই থাকত না। যেমনটি তাদের মুখপত্রে বলা হয়েছেঃ

وما أنا إلا من غَزَّيةِ إن غَوَتْ ** غويت، وإن ترشد غزية أرشد

'আমিও তো গাযিয়া গোত্রের একজন। যদি সে ভ্রান্ত পথে চলে তবে আমিও ভ্রান্ত পথে চলব এবং যদি সে সঠিক পথে চলে তবে আমিও সঠিক পথে পরিচালিত হব।

আরবের অভ্যন্তরে এমন কোন পরিচালক ছিলেন না যিনি তাঁদের কণ্ঠকে শক্তিশালী করবেন এবং এমন কোন আশ্রয়স্থল ছিল না বিপদ-আপদ কিংবা সমস্যা -সংকুল সময়ে যেখানে তাঁরা আশ্রিত হতে পারবেন এবং প্রয়োজনে যার উপর তাঁরা নির্ভরশীল হতে পারবেন।

তবে হ্যাঁ, এটা নিঃসন্দেহ যে, উপদ্বীপ রাষ্ট্র হিজাযকে কোন মতে সম্মানের আসনে আসীন বলে মনে করা হতো এবং ধর্মকেন্দ্র ও ধর্মীয় আচার-আচরণের পরিচালক ও রক্ষক হিসেবে ধারণা করা হতো। প্রকৃতপক্ষে এ রাষ্ট্র ছিল পার্থিব পরিচালন ও ধর্মীয় পুরোহিত তত্ত্ববিদদের এক এক প্রকার মিশ্রিত রূপ। এর দ্বারা আরববাসীদের উপর ধর্মীয় পরিচালনার নামে তাঁদের মর্যাদার উচ্চাসন অর্জিত হতো এবং হারাম শরীফ ও হারাম শরীফের আশ-পাশের শাসন কাজ নিয়মিত পরিচালিত হতো। তাঁরাই বায়তুল্লাহর পরিদর্শকগণের জন্য প্রয়োজন পরিপূরণের ব্যবস্থাপনা এবং ইবরাহীম শরীয়তের হুকুম আহকাম চালু রাখার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এ রাষ্ট্র এতই দুর্বল ছিল যে, আরবের যাবতীয় আভ্যন্তরীণ দায়-দায়িত্বের গুরুভার বহনের ক্ষমতা তার ছিল না। এ সত্যটি হাবশীদের আক্রমণের সময় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6053

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন